daily sun Business
DHAKA SUNDAY 11 JANUARY 2026

LPG shortage halts autogas, hits vehicle owners

Daily Sun Report, *Dhaka*

An acute shortage of liquefied petroleum gas (LPG) has forced most autogas stations across Bangladesh to suspend operations, creating severe hardship for thousands of vehicle owners and drivers.

Serajul Mawla, president of the Bangladesh CNG Filling Station and Conversion Workshop Owners Association, said the crisis has disrupted transport services, with LPG-powered vehicle owners spending hours searching for fuel, often returning empty-handed.

He made the remarks at a press conference at the Dhaka Reporters Unity on Saturday.

Autogas – LPG used as a cleaner and cost-effective fuel for vehicles – plays a vital role in the transport sector. According to the association, Bangladesh consumes around 1.40 lakh tonnes of LPG each month.

Serajul urged the Bangladesh Energy Regulatory Commission to ensure an uninterrupted supply of at least 10% of total monthly LPG consumption for autogas stations.

He warned that a collapse of the autogas sector would affect nearly 150,000 LPG-powered vehicle owners, many of whom could be forced to remove LPG kits and switch to alternative fuels.

He also highlighted the financial losses being suffered by autogas station owners due to the ongoing shortage.

Md Hasin Parvez, general secretary of the association, called on the government to urgently normalise LPG imports, investigate the causes of the crisis, and take immediate steps to resolve it, citing the state's moral and constitutional responsibility to protect citizens.

the daily observer
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Dhaka | January 11, 2026 | Poush 27, 1432 BS | Rajab 21, 1447 Hijri | SUNDAY | Vol 15 | No. 12 | Regd. No. DA6134 | 12 Pages | Price Tk 10

DECISION ON BANGLADESH MATTERS LIES WITH ICC, NOT BCCI, SAYS SAIKIA ▶ PAGE 10
PROPOSED MICROCREDIT BANK COULD ENDANGER THE POOR: EXPERTS ▶ PAGE 6
US NEEDS TO OWN GREENLAND TO DETER RUSSIA, CHINA: TRUMP ▶ PAGE 11

LPG shortage shuts down auto-gas stations

Special Correspondent

Shortage of liquefied petroleum gas (LPG) has forced auto-gas stations across the country to suspend operations, directly affecting thousands of LPG-powered vehicles, Serajul Mawla, president of the Bangladesh CNG Filling Station and Conversion Workshop Owners Association, said.

He made the remarks at a press conference on Saturday at the Dhaka Reporters Unity, saying, "The autogas industry collapses; nearly 150,000

SEE PAGE 2 COL 5

LPG shortage shuts down

FROM PAGE 1

owners of LPG-powered vehicles will face serious hardship and be forced to remove LPG kits and revert to other fuels."

According to the association, Bangladesh consumes an average of about 140,000 tonnes of LPG per month.

"We strongly urge the Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) to ensure an uninterrupted supply of at least 10 per cent of total monthly LPG consumption, or 15,000 tonnes, to autogas stations for use in the transport sector," Mawla said.

Md Hasin Parvez, general secretary of the association, added that the government has a moral and constitutional responsibility to protect people from the crisis by quickly normalising LPG imports, investigating the causes of the shortage, and resolving them.

Mawla also said autogas station owners are already facing severe business losses due to the ongoing crisis, leaving both owners and drivers in distress as they struggle to obtain fuel.

Autogas is LPG used as a clean-burning and cost-effective fuel for internal combustion engines in vehicles and machinery.

In many cases, vehicle owners roam from one station to another for hours but fail to collect gas, disrupting both vehicle operations and passenger services, he added.

The Daily Star

10 January 2026, 13:58 PM

UPDATED 10 January 2026, 13:58 PM

BUSINESS

By Star Business Report

LPG autogas shortage shuts most stations nationwide, says association

Photo: Collected

An acute shortage of liquefied petroleum gas (LPG) has forced nearly all autogas stations across the country to shut down operations, said Serajul Mawla, president of the Bangladesh CNG Filling Station and Conversion Workshop Owners Association, today.

Autogas is LPG used as a clean-burning and cost-effective fuel for internal combustion engines in vehicles and machinery.

Mawla said the shortage has directly affected thousands of LPG-powered vehicles, leaving owners and drivers in severe distress as they struggle to obtain fuel.

In many cases, vehicle owners roam from one station to another for hours but fail to collect gas, disrupting both vehicle operations and passenger services, he added.

He made the remarks at a press conference held at the Dhaka Reporters Unity in the capital. According to the association, Bangladesh consumes an average of about 140,000 tonnes of LPG per month.

“We strongly urge the Bangladesh Energy Regulatory Commission to ensure an uninterrupted supply of at least 10 per cent of total monthly LPG consumption, or 15,000 tonnes, to autogas stations for use in the transport sector,” Mawla said.

He said that if the autogas industry collapses, nearly 150,000 owners of LPG-powered vehicles will face serious hardship and be forced to remove LPG kits and revert to other fuels.

Mawla also said autogas station owners are already facing severe business losses due to the ongoing crisis.

Md Hasin Parvez, general secretary of the association, said the government has a moral and constitutional responsibility to protect people from the crisis by quickly normalising LPG imports, investigating the causes of the shortage and resolving them.

রান্নার চুলা থেকে স্টেশন, সবখানেই গ্যাস-সংকট

সরবরাহ-সংকট

সরবরাহ বাড়েনি। এলপিজির ১০ শতাংশ ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ৫ শতাংশ যায় পরিবহনে। আয় কমে গেছে গ্যাস স্টেশনের।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) সরবরাহ ঘাটতি রয়েছে বাজারে। দাম বেড়ে দ্বিগুণের কাছাকাছি পর্যন্ত হয়েছে। তা-ও পাওয়া যাচ্ছে না এলপিজি সিলিন্ডার। দুই দফা দুর্ঘটনায় এক সপ্তাহ ধরে ঢাকায় ব্যাহত হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ। রান্নার চুলা জ্বালাতে হিমশিম খাচ্ছে মানুষ। চাহিদার চেয়ে কম সরবরাহ পাওয়ায় এখন চুলা থেকে সিএনজির স্টেশন—সবখানেই সংকট।

চলমান এলপিজি সংকট নিয়ে গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ এলপিজি অটো গ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, মাসে এলপিজির চাহিদা গড়ে ১ লাখ ৪০ হাজার টন। এর মধ্যে পরিবহন খাতে চাহিদা ১৫ হাজার টন। গত মাস থেকে তারা চাহিদার চেয়ে অনেক কম সরবরাহ পাচ্ছে। এতে অনেক গ্যাস স্টেশনের ব্যবসা বন্ধ হওয়ার পথে।

সংবাদ সম্মেলনে 'এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে' শিরোনামে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, সারা দেশের পরিবহনব্যবস্থা, ভোক্তাস্বার্থ, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে চলমান এলপিজি সংকট। সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব এলপিজি অটো গ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেড় লাখের বেশি এলপিজিচালিত গাড়ির ওপর।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা। এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনটি বলছে, যানবাহন খাতে মাত্র ১০ শতাংশ এলপিজি অটো গ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি পুরোপুরি সরবরাহ করা হচ্ছে না। প্রতি মাসে এ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে অনুরোধ করে তারা। বর্তমান পরিস্থিতিতে এলপিজি অটো গ্যাস স্টেশনের মালিকেরা চরম ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে রয়েছেন। দীর্ঘদিন গ্যাস স্টেশন বন্ধ থাকায় কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংকঋণের কিস্তি এবং দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় বহন করা তাঁদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

এলপিজির ৮০ শতাংশ ব্যবহার হয় রান্নার কাজে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় ১২ কেজির সিলিন্ডার। এর নির্ধারিত দাম ১ হাজার ৩০৬ টাকা। বাজারে এখন আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। যদিও এ দাম দিয়েও ভোক্তা সিলিন্ডার পাচ্ছে না। ইতিমধ্যে আমদানি বাড়াতে ব্যবসায়ীদের দাবি মেনে নিয়েছে সরকার। ব্যবসায়ীরা আমদানি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। তবে সরবরাহ স্বাভাবিক হতে আরও দুই সপ্তাহ সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

১৩০৬ টাকার গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে দ্বিগুণের কাছাকাছি।

এলপিজি সরবরাহ কম হওয়ায় অনেক গ্যাস স্টেশনের ব্যবসা বন্ধ হওয়ার পথে।

তিতাসের পাইপলাইন দুর্ঘটনায় ঢাকায় গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত।

মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা কামরুন্নেছা রুহী *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রায়ই গ্যাসের চাপ কম থাকে। তাই বিকল্প হিসেবে এলপিজির চুলা ব্যবহার করতে হয়। এখন লাইনে গ্যাস নেই, এলপিজি সিলিন্ডারও পাওয়া যাচ্ছে না। একদিন হোটেল থেকে এনে খেয়েছেন। গতকাল বাধ্য হয়ে বিদ্যুৎ-চালিত চুলা কিনেছেন।

৪ জানুয়ারি আমিনবাজারে পাইপলাইন ছিদ্র হওয়ায় এক সপ্তাহ ধরে কম চাপে গ্যাস পাচ্ছে ঢাকাবাসী। এর মধ্যে গতকাল রাজধানীর মিরপুর রোডে গণভবনের সামনে পাইপলাইনে একটি ভালভ ফেটে গিয়ে ভোগান্তি বাড়ায়। মেরামতের জন্য আশপাশের আরও কয়েকটি ভালভ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভালভ দিয়ে পাইপলাইন গ্যাসের প্রবাহ নিশ্চিত করা হয়। প্রয়োজনে বাড়ানো বা কমানো যায়।

গতকাল বিকেলে ক্ষতিগ্রস্ত ভালভ পরিবর্তন করে নতুন ভালভ বসানো হয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে গ্যাসের চাপ বাড়তে শুরু করে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে তিতাস। দিনভর গ্যাসের মারাত্মক স্বল্পচাপ নিয়ে ভোগান্তিতে পড়েন ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, শ্যামলী, নিউমার্কেট, হাজারীবাগ, গাবতলীসহ সংলগ্ন এলাকার মানুষ।

তিতাস সূত্র বলছে, শীতের সময় তাপমাত্রার কারণে গ্যাসের চাপ কমে যায়। এর সঙ্গে দুর্ঘটনার কারণে সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। আমিনবাজারে পাইপলাইনের ছিদ্র মেরামত করা হলেও পাইপলাইনে ঢুকে যাওয়া পানি পুরোপুরি পরিষ্কার করা যায়নি। পানি বের করতে গ্যাসের প্রবাহ বাড়ানোর পর একটি ভালভ ফেটে যায়। পানি বের করতে আরও কয়েক দিন লাগতে পারে।

মোট গ্যাস ব্যবহারের মাত্র ৫ শতাংশ ব্যবহার করে পরিবহন খাত। বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ফারহান নূর গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে চাহিদামতো গ্যাস পাচ্ছে না সিএনজি স্টেশন। কিছুদিন ধরে সরবরাহ আরও কমেছে। কম চাপ থাকায় গ্যাস নিতে একটি গাড়ির পাঁচ মিনিটের বদলে আধা ঘণ্টা লেগে যাচ্ছে। স্টেশনের খরচ বেড়ে যাচ্ছে।

● গ্যাস সংকটের ছবি পৃষ্ঠা ৮

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
দ্বিতীয় সংস্করণ
www.jugantor.com
ঢাকা ১১ জানুয়ারি ২০২৬ | ২৭ পৌষ ১৪৩২ | ২১ রজব ১৪৪৭ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২৬ | সংখ্যা ৩৩২
রোববার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ১২ টাকা

খেলা | মেসি-আন্তোনেলার 'এক জীবন'
দশদিগন্ত | ইসরাইলি আগ্রাসনের ঝুঁকিতে ইরান
facebook.com/DainikJugantor
twitter.com/DailyJugantor
সম্পাদকীয় | আধিপত্যবাদ-সার্বভৌমত্বের বৈশ্বিক লড়াই এবং বাংলাদেশ
আনন্দ নগর | ঈদে ওটিটিতে থাকছেন দীঘি

দ্বিগুণ দামেও মিলছে না সিলিন্ডার। আবার এলপিজি সংকটে রিফিল হচ্ছে না তা। রাজধানীর দোলাইরপাড়ে শনিবার খালি গ্যাস সিলিন্ডার পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখছেন দোকানি যুগান্তর

এলপিজির সংকট চরমে

সরকারিভাবে বড় বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত

পরিবহণ খাত ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে

১৩০০ টাকার সিলিন্ডার ২০০০ টাকায়ও মিলছে না

যুগান্তর প্রতিবেদন

সারা দেশে এলপিজি সংকট এখনো মারাত্মক। নানা উদ্যোগের পরও কিছুতে কাটছে না এ সংকট। এখনো ১৩০০ টাকার সিলিন্ডার ২০০০ টাকায় মিলছে না। অনেকে গ্যাসের অভাবে ঠিকমতো রান্না করতে পারছেন না। তবে এ মাসের শেষের দিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট অপারেটররা। বেসরকারি খাতে এলপিজির একক নিয়ন্ত্রণ ভাঙতে মাসে এক লাখ টনের বেশি একটি এলপিজি রিফিল স্টেশনের ক্ষমতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জ্বালানি বিভাগ। শিগগির এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকারের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেছেন, এবারের সংকট সরকারের জন্য শিক্ষণীয়। এলপিজির ৯৭ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ বেসরকারি খাতে। তাই তারা চাইলেই এর বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সরকার এ সিন্ডিকেট ভাঙতে চায়। তাই সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে অথবা এককভাবে সরকার এলপিজি প্ল্যান্ট করবে।

দেশে প্রতি মাসে এলপিজির চাহিদা ১ লাখ ৪০ হাজার টনের বেশি। এবার শীত পড়েছে বেশ। এছাড়া তিতাসের সিস্টেমেও গ্যাস ছিল না। তিতাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গণভবনের সামনে একটি ভাল্ব মেরামতের কারণে শুক্র ও শনিবার এক বেলা গ্যাস ছিল না। পরে অবশ্য সেটি মেরামত করা হয়। এর বাইরে তিতাস সিস্টেমে আগের চেয়ে দৈনিক ১৫ কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে করে সমস্যা বেড়েছে। অন্যদিকে এলপিজিরও মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে। কোনোভাবেই পাওয়া যাচ্ছে না। একজন ভোক্তা জানালেন, আগে এলপিজির সিলিন্ডার প্রতি ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা বেশি দেওয়া হলেও এখন বেশি দামেও পাওয়া যাচ্ছে ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

এলপিজির সংকট চরমে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

না। এলপিজির অপারেটররা জানিয়েছেন, সরকারের অনুমতি পাওয়ার পর অনেক ব্যবসায়ী এলপিজির আমদানির এলসি খুলেছেন। তারা আমদানি শুল্ক কমানোরও দাবি করেছেন। একজন অপারেটর জানান, আন্তর্জাতিক বাজারের এলপিজির বেশ চাহিদা এখন। কারণ ইউরোপে চাহিদা বেশ। ভিন্ন বাজার থেকে বাড়তি জাহাজ ভাড়া দিয়ে এলপিজি আনতে হচ্ছে। মেঘনা এলপিজির একজন নীতিনির্ধারক জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহে তাদের ১০ হাজার টনের একটি জাহাজ আসবে। এরপরের সপ্তাহে আরও একটি আসবে। তবে সবাই রমজান নিয়ে কিছুটা চিন্তিত। কারণ রমজানে এলপিজির চাহিদা অনেক বেড়ে যায়।

সরকারি কর্মকর্তারা জানান, এলপিজির চাহিদা নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে জ্বালানি বিভাগের সচিব সাইফুল ইসলামের সঙ্গে বিপিসির কর্মকর্তারা দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। বিপিসির একটি এলপিজি কোম্পানি আছে। কিন্তু তাতে মাসে তেমন সিলিন্ডার রিফিল হয় না। এখন সেটির ক্ষমতা বাড়াতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এলপি গ্যাস সংকটে পরিবহণ খাত ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে : দেশে চলমান এলপি গ্যাস সংকটে পরিবহণ খাত ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. সিরাজুল মাওলা। আশঙ্কা প্রকাশ করে খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এলপিজি সংকট দীর্ঘায়িত হলে যাত্রীসেবা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে 'এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহণ খাতে' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি সাঈদা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া, মো. মশিউর রহমান প্রমুখ।

এলপি গ্যাসের নামে জনগণের ওপর অর্থনৈতিক সন্ত্রাস চলতে দেওয়া হবে না—ডা. ইরান : সরকার নির্ধারিত ১২ কেজি এলপি গ্যাসের মূল্য ১৩০৬ টাকা হলেও তা খোলা বাজারে ২২০০ থেকে ২৫০০ টাকায় বিক্রি হওয়ায় জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। বাসাবাড়িতে তীব্র গ্যাস সংকটে জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে। এভাবে এলপি গ্যাসের নামে জনগণের ওপর অর্থনৈতিক সন্ত্রাস চলতে দেওয়া হবে না। শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ লেবার পার্টি আয়োজিত মানববন্ধনে এসব কথা বলেন বক্তারা। দলের ঢাকা মহানগর আহ্বায়ক এসএম ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান বলেন, ১৩০৬ টাকার এলপি গ্যাস ২৫০০ টাকায় বিক্রি হওয়া মানে জনগণের ওপর সরাসরি অর্থনৈতিক সন্ত্রাস চালানো। এটি শুধু মূল্যবৃদ্ধি নয়, এটি একটি সংগঠিত লুটপাট। গ্যাস সংকটের নামে বাসাবাড়িতে সরবরাহ কমিয়ে মানুষকে জোরপূর্বক এলপি গ্যাস কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। এ প্রতারণা আর সহ্য করা হবে না। মানববন্ধনে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ লেবার পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জোহরা খাতুন জুঁই, পার্টির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব খন্দকার মিরাজুল ইসলাম, মহিলা সম্পাদক নাসিমা নাজনীন সরকার, দপ্তর সম্পাদক মো. মিরাজ খান, ঢাকা-১ আসনের প্রার্থী শেখ মো. আলী, ছাত্র মিশনের সভাপতি সৈয়দ মো. মিলন, ঢাকা মহানগর সদস্য মো. এনামুল হক।

বরিশালেও মিলছে না এলপিজি : বরিশাল ব্যুরো জানায়, সরবরাহ না থাকায় গত সপ্তাহে বরিশালেও এলপিজি গ্যাসের সিলিন্ডারপ্রতি দাম বেড়েছে কমপক্ষে ৩০০ টাকা। তবে অসাধু খুচরা ব্যবসায়ীরা আরও বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করছে বলে অভিযোগ ভোক্তাদের। বর্তমানে কিছু দোকানে কয়েকটি কোম্পানির অল্পসংখ্যক গ্যাস সিলিন্ডার মিললেও তা চাহিদার তুলনায় খুবই কম। তাই বাজারে চাহিদামতো গ্যাস সরবরাহ করে দাম নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছেন ক্রেতা ও ভোক্তারা।

নগরীর নতুন বাজার এলাকার বাসিন্দা মো. আলআমিন বলেন, সপ্তাহখানেক আগে সাড়ে ১২ কেজির একটি সিলিন্ডার কিনেছিলাম ১২শ টাকায়, যা বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ১৫শ টাকায়। সংকট থাকায় কিছু দোকানদার তা আরও কয়েকশ টাকা বেশিতে বিক্রি করছে।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক অপূর্ব অধিকারী বলেন, আমাদের নিয়মিত বাজার মনিটরিং চলছে। বরিশালের ডিলারদের কাছে ঢাকা থেকেই কম সরবরাহ আসছে। সরবরাহ বাড়লে দাম স্বাভাবিক হবে, তবে তাতে একটু সময় লাগবে।

কদমতলী ও যাত্রাবাড়ীতে বাসাবাড়িতে গ্যাসের তীব্র সংকট : যাত্রাবাড়ী (ঢাকা) প্রতিনিধি জানান, রাজধানীর কদমতলী ও যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় বাসাবাড়িতে লাইনের গ্যাসের তীব্র সংকট চলছে। বাধ্য হয়ে রান্নার কাজে সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করছেন অনেকে। সিলিন্ডার কেনার বাড়তি খরচ বহন করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ মানুষ। অনেকে বাড়ির ছাদে, বারান্দায় ও নিচতলায় খোলা জায়গায় মাটির চুলায় রান্না করছেন।

রান্না করতে না পেরে খাবারের চরম সমস্যা হচ্ছে বাসাবাড়িতে। শুকনো খাবার ও হোটেল থেকে খাবার কিনে খেতে হচ্ছে।

তিতাস গ্যাসের রায়েরবাগ জোনাল অফিসের ডিজিএম (মেট্রো ঢাকা বিক্রয় বিভাগ-১ ও রাজস্ব বিভাগ-১) মো. নজরুল ইসলাম বলেন, গ্যাস সংকটের বিষয়টি দেখেন ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ সিস্টেম অপারেশন বিভাগের ডিজিএম। মূল কথা হলো গ্যাসের সমস্যাটা বর্তমানে জাতীয় সমস্যা। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম। তিতাস গ্যাসের ঢাকা মেট্রো রাজস্ব বিভাগ-১ এর উপমহাব্যবস্থাপক যুগান্তরকে বলেন, গোটা এলাকায়ই গ্যাসের সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিদেশ থেকে এলএনজি না আসায় আবাসিকে গাস সংকট দেখা দিয়েছে।

১ হাজার অটোগ্যাস স্টেশন এলপিজি সংকটে বন্ধ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশে চলমান এলপিজি সংকটে পরিবহন খাত ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। হাজার খানেক অটোগ্যাস স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে। সংকট দীর্ঘায়িত হলে যাত্রীসেবা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

গতকাল শনিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. সিরাজুল মাওলা। 'এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে' শীর্ষক এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনটি।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি সাঈদা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া, মো. মশিউর রহমান।

সিরাজুল মাওলা বলেন, এলপিজি অটোগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানি, যা সিএনজি, পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকারের উৎসাহে সারা দেশের ৬৪ জেলায় প্রায় ১ হাজার অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্টেশনের ওপর নির্ভর করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

কিন্তু বর্তমানে তীব্র এলপিজি সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানান তিনি। এর ফলে স্টেশন মালিকদের পাশাপাশি এলপিজি চালিত যানবাহনের মালিক ও চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস না পেয়ে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং যাত্রীরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

সংগঠনের সভাপতি জানান, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে ব্যবহৃত হয় মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, যা মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ। অথচ এই তুলনামূলক সামান্য পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—এলপিজি সরবরাহকারী কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠন যেন যে কোনোভাবে অটোগ্যাস খাতের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। এলপিজি আমদানিতে কোনো জটিলতা থাকলে বিইআরসি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ যেন তা দ্রুত সমাধান করে অপারেটরদের মাধ্যমে অটোগ্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এলপিজি সরবরাহে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সেজন্য আগাম ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রয়োজনে সরকারকে বিকল্প উৎস থেকে এলপিজি আমদানির ব্যবস্থার কথাও বলা হয়।

রবিবার
১১ জানুয়ারি ২০২৬
২৭ পৌষ ১৪৩২
২১ রজব ১৪৪৭
বর্ষ ২১ সংখ্যা ২৭৮
১২ পৃষ্ঠা ৮ টাকা

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়
facebook.com/AmadershomoyNews x.com/amadershomoybd www.dainikamadershomoy.com

সমান্তরাল | ৫

তারেক রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে যা জরুরি | ৪

আলেপ্পোতে আতঙ্ক | ১১
আবারও জুটি হয়ে আসছেন শরিফুল রাজ-মিম | ৮

এলপিজি সংকটে বিপর্যয়ের মুখে পরিবহন খাত

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশে চলমান এলপিজি সংকটে পরিবহন খাত ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। সংকট দীর্ঘায়িত হলে যাত্রীসেবা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খাতসংশ্লিষ্টরা। গতকাল শনিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. সিরাজুল মাওলা।

'এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে' শীর্ষক এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনটি। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি সাঈদা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম

■ এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

এলপিজি সংকটে বিপর্যয়ের মুখে পরিবহন খাত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া, মো. মশিউর রহমানসহ অন্য নেতারা।

সিরাজুল মাওলা বলেন, এলপিজি অটোগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানি, যা সিএনজি, পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকারের উৎসাহে সারাদেশের ৬৪ জেলায় প্রায় এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্টেশনের ওপর নির্ভর করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

কিন্তু বর্তমানে তীব্র এলপিজি সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানান তিনি। এর ফলে স্টেশন মালিকদের পাশাপাশি এলপিজি চালিত যানবাহনের মালিক ও চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস না পেয়ে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং যাত্রীরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

সংগঠনের সভাপতি জানান, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে ব্যবহৃত হয় মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, যা মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ। অথচ এই তুলনামূলক সামান্য পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- এলপিজি সরবরাহকারী কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠন যেন যে কোনোভাবে অটোগ্যাস খাতের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। এলপিজি আমদানিতে কোনো জটিলতা থাকলে বিইআরসি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ যেন তা দ্রুত সমাধান করে অপারেটরদের মাধ্যমে অটোগ্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এলপিজি সরবরাহে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য আগাম ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রয়োজনে সরকারকে বিকল্প উৎস থেকে এলপিজি আমদানির ব্যবস্থার কথাও বলা হয়।

আজ রবিবার
১১ জানুয়ারি ২০২৬
২৭ পৌষ ১৪৩২, ২১ রজব ১৪৪৭

দেশ রূপান্তর

বর্ষ ৮ । সংখ্যা ২২৪ । পৃষ্ঠা ১২ । মূল্য ৮ টাকা । নগর সংস্করণ
দা য় ি ত্ব শী ল দে র দৈ নি ক
www.deshrupantor.com deshrupantor

বিশ্বকাপগামীদের বেহাল দশা
পৃষ্ঠা ১০

স্বৈরাচারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তারা
পৃষ্ঠা ৩

চাঁদাবাজদের হাতে ক্ষমতা দিলে দেশ নিরাপদ থাকবে না
পৃষ্ঠা ৩

'মিঠাই' ফিরছেন নতুন রূপে
পৃষ্ঠা ৭

এলপিজি সংকটে বন্ধ হচ্ছে অটোগ্যাস স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) চলমান সংকটে পরিবহন খাত ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। অনেক অটোগ্যাস স্টেশন বন্ধ হওয়ার পথে। সংকট দীর্ঘায়িত হলে যাত্রীসেবা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন সংগঠনটির নেতারা। এ সময় এলপি গ্যাসের সংকটে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাবের

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪ >

এলপিজি সংকটে বন্ধ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জন্য সরকারকে দায়ী করা হয়।

'এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে' শীর্ষক ওই সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রকৌশলী মো. সিরাজুল মাওলা। তিনি বলেন, এলপিজি অটোগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানি, যা সিএনজি, পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকারের উৎসাহে সারা দেশের ৬৪ জেলায় প্রায় এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্টেশনের ওপর নির্ভর করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

'কিন্তু বর্তমানে এলপিজির তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে স্টেশন মালিকদের পাশাপাশি এলপিজি চালিত যানবাহনের মালিক ও চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস না পেয়ে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং যাত্রীরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন'।

সংগঠনের সভাপতি জানান, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে ব্যবহৃত হয় মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, যা মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ। অথচ এই তুলনামূলক সামান্য পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে।

এলপি গ্যাসের সরবরাহ সংকট নভেম্বর থেকে শুরু হলেও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো তা জানায়নি বলে দাবি করেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ। কী কারণে সারা দেশে এলপি গ্যাসের সংকট হয়েছে বলে মনে করছেন? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'সবকিছু আমাদের জানা, এখানে আমাদের টিকে থাকার প্রশ্ন। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে সংকটটা শুরু হয়েছে, আজ ডিসেম্বর পুরোপুরি গেছে, জানুয়ারি মাঝামাঝি চলে আসছে, কিন্তু খুবই দুঃখজনক। এটার কোনো জবাব কিন্তু আমরা পাইনি, কারণ এলপিজি বা জ্বালানিটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, কারণ চাল ডাল লবণ ঘরে থাকলে আর কোনো জ্বালানি না থাকলে তো আপনি রান্না করে খেতে পারবেন না।'

সংকটের কারণ তুলে ধরে তিনি বলেন, 'ব্যাপারটা এই যে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে বা যেটাই হয়েছে কমে গেছে, যেটা আছে আপনারা তো জানেন, এলপিজি অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন যারা এলপিজি 'অপারেট' করছে, যারা এলপিজি আমদানি করে, 'বড় খেলোয়াড়'। ওনাদের প্রতিনিধি এবং সরকারের জ্বালানি মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট যারা, এনার্জি কমিশন, ওনাদের কিন্তু একটা যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে, কিছু একটা করে সারা দেশের মানুষকে এটা জানানো দরকার ছিল যে, পরিস্থিতি এ রকম এবং এটা এতদিন চলতে পারে। মানুষ তো তাহলে পরে নিজেই নিজের রেশনিংটা করতে পারত, তাই না?'

আরেক প্রশ্নের জবাবে সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল মাওলা বলেন, 'এখানে সমস্যা হলো– অনেকের, গ্যাস পাম্পের সরবরাহের চুক্তি একেকজনের একেক কোম্পানির সঙ্গে। যখন ওই কোম্পানির গ্যাস না থাকে তখন স্বাভাবিকভাবে অন্য কোম্পানি তাকে গ্যাস দিতে চায় না। এটা আমাদের দেশে একটা সংস্কৃতি। এক্ষেত্রে নমনীয় হওয়া দরকার।'

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এগুলো হলো– অটোগ্যাস খাতের চাহিদা অনুযায়ী এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করা; আমদানিতে কোনো জটিলতা থাকলে বিইআরসি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ যেন তা দ্রুত সমাধান করে অপারেটরদের মাধ্যমে অটোগ্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এলপিজি সরবরাহে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য আগাম ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রয়োজনে সরকারকে বিকল্প উৎস থেকে এলপিজি আমদানির ব্যবস্থার কথাও বলা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি সাঈদা আক্তার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া, মো. মশিউর রহমান, সাজ্জাদুল করিম কাবুল প্রমুখ।

৩-এর পাতায়

১০-এর পাতায়

রোববার
১১ জানুয়ারি ২০২৬
২৭ পৌষ ১৪৩২
২১ রজব ১৪৪৭
রেজি. নং ডিএ-৬২
৭৫ বর্ষ, ২৩৩ সংখ্যা
১২ পৃষ্ঠা : মূল্য ৮ টাকা

প্রকাশনার ৭৫ বছর
সংবাদ
www.sangbad.net.bd

৩ বিক্ষোভে উত্তাল ইরানে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৬২
৫ রাজশাহীতে জলাতঙ্ক ভ্যাকসিন সংকট, ঝুঁকিতে রোগীরা
৬ প্রধান শিক্ষক সংকট ও প্রাথমিক শিক্ষার দুরবস্থা
৯ সুদের হার কমানো 'খুব সহজ নয়': অর্থ উপদেষ্টা

এলপিজি সংকট: বন্ধ 'হাজার' অটোগ্যাস স্টেশন, অচল 'দেড় লাখ' পরিবহন

- সংকট 'নভেম্বর' থেকেই, 'জানানো হয়নি'
- দ্রুত সমাধান না হলে 'অকটেনও ফুরিয়ে যাবে'

সংবাদ সম্মেলনে এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন

- সরকারের উচিত ছিল সবাইকে জানানো, মানুষ প্রস্তুতি নিতে পারতো।
- যারা এলপিজি আমদানি করে, 'বড় খেলোয়াড়'। ধরেন বসুন্ধরা, বেক্সিমকো, ওমেরা ইত্যাদি: হাসিন পারভেজ
- ডিলাররা অন্য কোম্পানির গ্যাস নিতে 'ক্লিয়ারেন্স চাইলে দেয়া হয় না'। এখানেও সংকট: সিরাজুল মাওলা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশে চলমান এলপি গ্যাস সংকটে পরিবহন খাত ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। সংকট দীর্ঘায়িত হলে যাত্রীসেবা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খাত সংশ্লিষ্টরা। এদিকে সংকটে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাবের জন্য সরকারকে দায়ী করেছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। গত নভেম্বর থেকে এলপি গ্যাসের সরবরাহ সংকট শুরু হয়েছে দাবি করে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'সরকার এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো তা মানুষকে জানায়নি'।

গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলায়তনে 'এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

দেশে আবাসিক রান্নায় বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপি গ্যাস (এলপিজি)। বর্তমানে যানবাহনও চলছে এই গ্যাস (অটোগ্যাস) দিয়ে। গত ডিসেম্বরের শেষদিক থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে এলপি গ্যাসের ভয়াবহ সংকট চলছে। সিলিন্ডার বিক্রি হচ্ছে দেড় থেকে দ্বিগুণ দামে। এরপরও গ্যাস পাচ্ছেন না ভোক্তারা। এই সংকট এসে ভর করেছে যানবাহনে ব্যবহৃত অটোগ্যাস খাতে।

বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'এলপিজি অটোগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানি, যা সিএনজি, পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকারের উৎসাহে সারাদেশের ৬৪ জেলায় প্রায় এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'এসব স্টেশনের ওপর নির্ভর করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তীব্র এলপিজি সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে স্টেশন মালিকদের পাশাপাশি এলপিজিচালিত যানবাহনের মালিক ও চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস না পেয়ে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং যাত্রীরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।'

সংগঠনের সভাপতি জানান, 'দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে ব্যবহৃত হয় মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, যা মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ। অথচ এই তুলনামূলক সামান্য পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে।'

সংকট সমাধানে অ্যাসোসিয়েশনের তিন দফা দাবি উপস্থাপন করে তিনি বলেন, 'গ্যাস সংকট না কাটলে অকটেনের ওপরে চাপ পড়বে এবং অকটেন ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ।"'

সংকটের কারণ

কী কারণে সারাদেশে এলপি গ্যাসের সংকট হয়েছে বলে মনে করছেন? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে

➤ পৃষ্ঠা ১১ : ক : ১

এলপিজি সংকট: বন্ধ 'হাজার' অটোগ্যাস স্টেশন, অচল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হাসিন পারভেজ বলেন, 'সবকিছু আমাদের জানা আছে, এখানে আমাদের টিকে থাকার প্রশ্ন। নভেম্বরের (গত) মাঝামাঝি থেকে সংকটটা শুরু হয়েছে, আজকে ডিসেম্বর পুরাপুরি গেছে, জানুয়ারি (চলতি) মাঝামাঝি চলে আসছে, কিন্তু খুবই দুঃখজনক। এটার কোনো জবাব কিন্তু আমরা পাই নাই, কারণ এলপিজি বা জ্বালানিটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, কারণ চাল, ডাল ও লবণ ঘরে থাকলে আর কোনো জ্বালানি না থাকলে তো আপনি রান্না করে খেতে পারবেন না।'

সংকটের কারণ তুলে ধরে তিনি বলেন, 'ব্যাপারটা এই যে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে বা যেটাই হয়েছে তা কমে গেছে, যেটা আছে আপনারা তো জানেন, এলপিজি অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন যারা এলপিজি 'অপারেট' করছে, যারা এলপিজি আমদানি করে, 'বড় খেলোয়াড়'। ধরেন বসুন্ধরা, বেক্সিমকো, ওমেরা, জি গ্যাস, তারপর আই গ্যাস ১৬-১৮টা মনে হয় অনুমোদিত কোম্পানি আছে। তার মধ্যে ১২ জন আমদানি করে। ওনাদের প্রতিনিধি এবং সরকারের জ্বালানি মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট যারা, এনার্জি কমিশন (বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন), ওনাদের কিন্তু একটা যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে, কিছু একটা করে সারাদেশের মানুষকে এটা জানানো দরকার ছিল, যে পরিস্থিতি এরকম এবং এটা এতদিন চলতে পারে। মানুষ তো তাহলে পরে নিজেই নিজের রেশনিংটা করতে পারতো, তাই না?'

হাসিন পারভেজ 'যে আমি একটু গ্যাসটা কম ব্যবহার করি, সেটা না করে ফলে আপনি দেখেন যেটা হচ্ছে। সেটা হচ্ছে যে, দোষ আরোপ করার একটা রাজনীতির মতো একটা ব্যাপার। বলে দিচ্ছে যে, ছোট ছোট খুচরা বিক্রেতাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জরিমানা করে দিচ্ছেন।'

তিনি বলেন, 'সরকারের উচিত ছিল এবং এখনও সময় আছে, যদি সরকার ধারণা করে যে এটা আরও কিছুদিন চলবে তাহলে পরে সবাইকে জানানো। সরকারের বলা উচিত যে এটা আমাদের কিছুদিন রেশনিং করে ব্যবহার করতে হবে। যদি আমাদের 'সাপ্লাই চেইন ইন্টারাপশন' হয়, কেন হইছে সেটা যদি না-ও বলতে পারে, সেটা যদি নাম ব্যবহার করতে না পারে বলুক, এটা যে চলবে আরও কিছু দিন এটা জানলে তো মানুষ বিকল্প চিন্তা করবে। কেউ ইলেকট্রিক চুলা কিনবে, কেউ ইন্ডাকশন কুকার কিনবে।'

ক্লিয়ারেন্স দেয়া হয় না

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিরাজুল মাওলা বলেন, 'অনেকের কাছ থেকে যেটা বুঝতে পারছি যে সরবরাহ ব্যবস্থায় কোথায়ও সমস্যা হয়েছে। এখানে সমস্যা হলো– অনেকের গ্যাস পাম্পের সরবরাহের চুক্তি এককেজনের একেক কোম্পানির সঙ্গে। যখন ওই কোম্পানির গ্যাস না থাকে তখন স্বাভাবিকভাবে অন্য কোম্পানি তাকে গ্যাস দিতে চায় না। এইটা আমাদের দেশে একটা সংস্কৃতি আছে। দেখা যাচ্ছে যে সাধারণত আমি যদি গ্যাস দিতে না পারি একটা আমার ডিলারকে নিয়ম হলো তাকে একটা 'ক্লিয়ারেন্স' দিয়ে দেয়া, ঠিক আছে? আমার কাছে গ্যাস নাই। তুমি অন্যর কাছ থেকে গ্যাস নিয়ে না-ও। আমি তোমাকে একটা লিখিত 'ক্লিয়ারেন্স' দিলাম। সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে 'ক্লিয়ারেন্স' চাইলে তা দেয়া হয় না। এই 'ক্লিয়ারেন্স' না পাইলে অন্যরা গ্যাস দিচ্ছে না। এটা একটা জটিলতা আছে। এটা খুবই নমনীয় হওয়া দরকার।'

গাড়ির জ্বালানি অকটেন থেকে গ্যাসে রূপান্তরের বিষয়টি তুলে ধরে সিরাজুল মাওলা বলেন, 'গ্যাস সংকটের সমাধান হওয়া খুব জরুরি। না হলে সরকারের ওপরে বাড়তি জ্বালানির চাপ পড়ে যাবে।' এ চাপ সরকার নিতে পারবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে তিনি বলেন, অকটেন দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ।

সংগঠনের আরেক নেতা সাজ্জাদুল করিম কাবুল দাবি করেন কেউ গ্যাস মজুদ করেনি। তিনি বলেন, 'কারও কী স্টোরে পড়ে আছে গ্যাস? গ্যাস কিন্তু কারও স্টোরে পড়ে নাই। সবাই বিক্রি করতেছে।'

অ্যাসোসিয়েশনের দাবি

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপন করা এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবিগুলো হলো– এলপিজি সরবরাহ কোম্পানি অপারেটর এবং এলপিজি অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এলওএবি) কে 'যেভাবেই হোক' এলপিজি অটোগ্যাসের চাহিদা অনুযায়ী এলপি গ্যাস সরবরাহ করা।

নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) ও অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ যেন এলপি গ্যাস আমদানিসংক্রান্ত কোন জটিলতা থাকলে তা সমাধান করে এবং অপারেটরের মাধ্যমে অটোগ্যাসের চাহিদা অনুযায়ী সরবাহ নিশ্চিত করে।

ভবিষ্যতে যাতে এলপি গ্যাসের সরবরাহ ব্যাঘাত না হয় সে ব্যপারে যাবতীয় পদক্ষেপ নেয়। প্রয়োজনে সরকার যেন বিকল্প হিসেবে এলপি গ্যাস আমদানির ব্যবস্থা করে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি সাঈদা আক্তার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া, মো. মশিউর রহমানসহ অন্য নেতারা।

ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

এলপিজি সংকটে অচল পরিবহন

বন্ধ হাজার অটোগ্যাস স্টেশন

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে চলমান এলপি গ্যাস সংকটে পরিবহন খাত ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। সংকট দীর্ঘায়িত হলে যাত্রীসেবা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. সিরাজুল মাওলা। এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে' শীর্ষক এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনটি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি সাঈদা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূইয়া, মো. মশিউর রহমানসহ অন্যান্য নেতারা। সিরাজুল মাওলা বলেন, এলপিজি অটোগ্যাস একটি পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানি, যা সিএনজি, পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকারের উৎসাহে সারাদেশের ৬৪ জেলায় প্রায় এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্টেশনের ওপর নির্ভর করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তীব্র এলপিজি সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে স্টেশন মালিকদের পাশাপাশি এলপিজি চালিত যানবাহনের মালিক ও চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস না পেয়ে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে যাত্রীসেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং যাত্রীরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

সংগঠনের সভাপতি জানান, দেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে ব্যবহৃত হয় মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, যা মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ। অথচ এই তুলনামূলক সামান্য পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে এলপিজি সরবরাহকারী কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংগঠন যেন যেকোনোভাবে অটোগ্যাস খাতের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। এলপিজি আমদানিতে কোনো জটিলতা থাকলে বিইআরসি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ যেন তা দ্রুত সমাধান করে অপারেটরদের মাধ্যমে অটোগ্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এলপিজি সরবরাহে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সে জন্য আগাম ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রয়োজনে সরকারকে বিকল্প উৎস থেকে এলপিজি আমদানির ব্যবস্থার কথাও বলা হয়।

১০ই জানুয়ারি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে দেশে চলমান এলপিজি অটোগ্যাস সংকটের কারণে 'বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন' কর্তৃক 'এলপিজি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। সংবাদ সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন এসোসিয়েশনের সভাপতি ইঞ্জি. মো. সিরাজুল মাওলা, উপদেষ্টা সৈয়দ সাজ্জাদুল করিম কাবুল, সহ-সভাপতি টি মাশফু ববি, সাঈদা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জি. মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক, মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া, মো. মশিউর রহমান, অফিস সচিব ইঞ্জি. হারিসুল ইসলাম, রাজশাহী জোনের সভাপতি দেওয়ান যোবায়ের আহমেদ, বরিশাল জোনের সভাপতি মীর আহসান উদ্দিন পারভেজ, খু লনাজোনের সভাপতি এ. এন এম আব্দু লহাই তপু ,সাধারণ সম্পাদক মীর মো. সায়েরুজ্জামান, কুমিল্লা জোনের সভাপতি তাজুল ইসলাম, রংপু রজোনের সি: সহ-সভাপতি এডভোকেট এ কে এম আনোয়ারুল খায়ের, ইউসা মাল্টিবিজ লিমিটেড স্বত্বাধিকারী হোজাইফা বিন সাদেকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। **বিজ্ঞপ্তি**

গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে বাংলাদেশ এলপি অটোগ্যাস স্টেশন এন্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশন সভাপতি প্রকৌশলী মো. সিরাজুল মাওলা -সংগ্রাম

ব্যবসায়ীদের সাংবাদিক সম্মেলন

এলপিজি সংকটে বাণিজ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন

■ স্টাফ রিপোর্টার

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) চলমান সংকটে ভুগছে গাড়িতে এলপিজি সরবরাহকারী গ্যাস স্টেশনগুলো। তারা বলছে, এক হাজার অটোগ্যাস স্টেশন থেকে গাড়িতে এলপিজি সরবরাহ করা হয়। মাসে তাদের চাহিদা ১৫ হাজার টন। নিয়মিত এলপিজি পাচ্ছে না তারা। এতে অনেক স্টেশনের ব্যবসা বন্ধ হওয়ার পথে।

গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এসব কথা জানায় বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা। এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দেশের চলমান এলপিজি সংকট এখন আর শুধু একটি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক সমস্যা নয়। এটি সরাসরি সারা দেশের পরিবহন ব্যবস্থা, ভোক্তাস্বার্থ, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বর্তমানে এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেড় লাখের বেশি এলপিজিচালিত যানবাহনের ওপর। গাড়ির মালিক ও চালকেরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস পাচ্ছেন না। সংগঠনটি বলছে, প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজি ব্যবহৃত হয় দেশে। এর মধ্যে যানবাহনে মাত্র ১০ শতাংশ এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (৯-এর পৃষ্ঠার ৪ কলাম)

ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় এক পরিবারের চার জনের মৃত্যুতে জামায়াতের শোক

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানের সালালাহ এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির একটি পরিবারের চার সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ. এইচ. এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।

শোক বার্তায় তিনি বলেন, ৯ জানুয়ারি মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির একটি পরিবারের চার সদস্য নিহত হয়েছেন এবং এক শিশু গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত ৮টার দিকে ওমানের সালালাহ নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মর্মান্তিক এই হতাহতের ঘটনায় আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি আরও বলেন, উটের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষে মিসকিন বেগম, মুহাম্মদ সাকিবুল হাসান, মুহাম্মদ মিনহাজুল আলম ও শফিউল আলমের পুত্রবধূ ইন্তিকাল (৯-এর পৃষ্ঠার ৪ কলাম)

এলপিজি সংকটে বাণিজ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

(১২-এর পৃ ৭-এর কল পর)

এটি সরবরাহ করা হচ্ছে না। প্রতি মাসে এ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে অনুরোধ করে তারা। এ সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী এবং বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এলপিজি অটোগ্যাসশিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁরা।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন মালিকেরা চরম ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে রয়েছেন। দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংকঋণের কিস্তি এবং দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় বহন করা তাঁদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সংকট সমাধানে তাঁরা সরকারের কাছে ছয়টি দাবি তুলে ধরেন। এর মধ্যে আছে অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) প্রতি অনুরোধ জানিয়ে সিরাজুল মাওলা বলেন, 'যানবাহন খাতের জন্য প্রতি মাসে মোট ব্যবহারের অন্তত ১০ শতাংশ গ্যাস স্টেশনগুলোতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করা হোক। এই ন্যূনতম সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী এই শিল্প সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।'

সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় মালিকেরা কর্মচারীদের বেতন ও ব্যাংক ঋণের কিস্তি দিতে পারছেন না। অনেক উদ্যোক্তা এখন দেউলিয়া হওয়ার পথে। এই সংকট থেকে উত্তরণে দ্রুত আমদানি স্বাভাবিক করা এবং সংকটের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের দাবি জানান তারা।

ছয় দফা দাবি: অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া। কৃত্রিম সংকট তৈরি করে সরবরাহ বন্ধ বা সীমিতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ। এলপিজি সিলিন্ডার ও অটোগ্যাস স্টেশনের সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। এলপিজি আমদানি বাড়াতে আগ্রহী কোম্পানিগুলোর আবেদন দ্রুত অনুমোদন করা। সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে গ্যাস বিক্রির সঙ্গে জড়িত অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত তদারকি ও শাস্তি নিশ্চিত করা। বর্তমান সংকটে স্টেশন মালিকদের আর্থিক ক্ষতি বিবেচনায় বিশেষ সহায়তা ও নীতিগত সুরক্ষা প্রদান।

দাম ৮ টাকা

রবিবার
২৭ পৌষ ১৪৩২
১১ জানুয়ারি ২০২৬
২১ রজব ১৪৪৮
বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ৩১৫
পৃষ্ঠা ১২

THE DAILY BHORER KAGOJ

ভোরের কাগজ

মু ক্ত প্রা ণে র প্র তি ধ্ব নি

www.bhorerkagoj.com facebook.com/DailyBKLive

ফ্যাশন জীবনে সুস্থতা ১১ মিনিটেই ► পৃষ্ঠা ৯

মুক্তচিন্তা শিক্ষা ও শিক্ষকতা : রাষ্ট্রের জন্য যা অনিবার্য ► পৃষ্ঠা ৬

খেলা টানা তিনবার ফাইনালে সাবালেঙ্কা ► পৃষ্ঠা ৩

শিল্প-বাণিজ্য সুদহার কমানো সহজ নয়, ভারসাম্য দরকার ► পৃষ্ঠা ৭

বিশ্ব সংবাদ ইরান কাঁপানো যত আন্দোলন ► পৃষ্ঠা ২

এলপিজি সংকটে পরিবহন খাত বিপর্যয়ের মুখে

কাগজ প্রতিবেদক

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপি গ্যাসের সংকটে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাবের জন্য সরকারকে দায়ী করেছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। এলপি গ্যাসের সরবরাহ সংকট নভেম্বর থেকে শুরু হলেও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো তা জানায়নি বলে দাবি করেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ।

গতকাল শনিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলায়তনে দেশে চলমান এলপিজি অটোগ্যাস সংকটের বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। সেখানে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা তাদের দাবি উপস্থাপন করেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি সাঈদা আক্তার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. ইকবাল হোসাইন, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক মো. মোকবুল হোসেন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হুমায়ন কবির ভূঁইয়া,

➤ এরপর-পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

এলপিজি সংকটে পরিবহন খাত

● প্রথম পাতার পর

মো. মশিউর রহমান।

সংবাদ সম্মেলনে দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে তারা বলছেন, পরিবহন খাত ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়েছে এবং গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প ধ্বংসের মুখে। কী কারণে সারাদেশে এলপি গ্যাসের সংকট হয়েছে বলে মনে করছেন? জবাবে হাসিন পারভেজ বলেন, সবকিছু আমাদের জানা। এখানে আমাদের টিকে থাকার প্রশ্ন। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে সংকটটা শুরু হয়েছে, আজকে ডিসেম্বর পুরাপুরি গেছে, জানুয়ারি মাঝামাঝি চলে আসছে, কিন্তু খুবই দুঃখজনক। এর কোনো জবাব কিন্তু আমরা পাই নাই, কারণ এলপিজি বা জ্বালানিটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, কারণ চার ডাল লবণ ঘরে থাকলে আর কোনো জ্বালানি না থাকলে তো আপনি রান্না করে খাইতে পারবেন না।

সংকটের কারণ তুলে ধরে তিনি বলেন, ব্যাপারটা এই যে, সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে বা যেটাই হইছে কমে গেছে, যেটা আছে আপনারা তো জানেন, এলপিজি অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন যারা এলপিজি 'অপারেট' করছে, যারা এলপিজি আমদানি করে, 'বড় খেলোয়াড়'। ধরেন বসুন্ধরা, বেক্সিমকো, ওমেরা, জি গ্যাস, তারপর আই গ্যাস ১৬-১৮টা মনে হয় অনুমোদিত কোম্পানি আছে। তার মধ্যে ১২ জন আমদানি করে। ওনাদের প্রতিনিধি এবং সরকারের জ্বালানি মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট যারা, এনার্জি কমিশন, ওনাদের কিন্তু একটা যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে, কিছু একটা করে সারাদেশের মানুষকে এটা জানানো দরকার ছিল যে, পরিস্থিতি এরকম এবং এটা এতদিন চলতে পারে। মানুষ তো তাহলে পরে নিজেই নিজের রেশনিংটা করতে পারতো, তাই না- যে আমি একটু গ্যাসটা কম ব্যবহার করি, সেটা না করে আপনি... দেখেন যেটা হচ্ছে। সেটা হচ্ছে যে, দোষ আরোপ করার একটা রাজনীতির মতো একটা ব্যাপার। বলে দিচ্ছে যে, ছোট ছোট খুচরা বিক্রেতাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জরিমানা করে দিচ্ছেন।

হাসিন পারভেজ বলেন, সরকারের উচিত ছিল এবং এখনো সময় আছে, যদি সরকার ধারণা করে যে, এটা আরো কিছুদিন চলবে, তাহলে পরে সবাইকে জানানো। সরকারের বলা উচিৎ যে, এটা আমাদের কিছুদিন রেশনিং করে ব্যবহার করতে হবে। যদি আমাদের 'সাপ্লাই চেইন ইন্টারাপশন' হয়, কেন হইছে সেটা যদি নাও বলতে পারে, সেটা যদি নাম ব্যবহার করতে না পারে বলুক, এটা যে চলবে আরো কিছুদিন- এটা জানলে তো মানুষ বিকল্প চিন্তা করবে। কেউ ইলেকট্রিক চুলা কিনবে, কেউ ইন্ডাকশন কুকার কিনবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সিরাজুল মাওলা বলেন, অনেকের কাছ থেকে যেটা বুঝতে পারছি যে, সরবরাহ ব্যবস্থায় কোথায়ও সমস্যা হয়েছে। এখানে সমস্যা হলো, অনেকের, গ্যাস পাম্পের সরবরাহের চুক্তি এককেজনের এককে কোম্পানির সাথে। যখন ওই কোম্পানির গ্যাস না থাকে তখন স্বাভাবিকভাবে অন্য কোম্পানি তাকে গ্যাস দিতে চায় না। এইটা আমাদের দেশে একটা সংস্কৃতি আছে। দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণত আমি যদি গ্যাস দিতে না পারি একটা আমার ডিলারকে নিয়ম হলো তাকে একটা 'ক্লিয়ারেন্স' দিয়ে দেয়া। ঠিক আছে? আমার কাছে গ্যাস নাই। তুমি অন্যর কাছ থেকে গ্যাস নিয়ে নাও। আমি তোমাকে একটা লিখিত 'ক্লিয়ারেন্স' দিলাম। সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে 'ক্লিয়ারেন্স' চাইলে তা দেয়া হয় না। এই 'ক্লিয়ারেন্স' না পাইলে অন্যরা গ্যাস দিচ্ছে না। এটা একটা জটিলতা আছে। এটা খুবই নমনীয় হওয়া দরকার।

গাড়ির জ্বালানি অকটেন থেকে গ্যাসে রূপান্তরের বিষয়টি তুলে ধরে সিরাজুল মাওলা বলেন, গ্যাস সংকটের সমাধান হওয়া খুব জরুরি। না হলে সরকারের ওপরে বাড়তি জ্বালানির চাপ পড়ে যাবে। এ চাপ সরকার নিতে পারবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন তিনি। তিনি বলেন, গ্যাস সংকট না কাটলে অকটেনের ওপরে চাপ পড়বে এবং অকটেন ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপন করা এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবিগুলো হলো- এলপিজি সরবরাহ কোম্পানি অপারেটর এবং এলপিজি অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এলওএবি) কে 'যেভাবেই হোক' এলপিজি অটোগ্যাসের চাহিদা অনুযায়ী এলপি গ্যাস সরবরা করা; নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন-বিইআরসি ও অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ যেন এলপি গ্যাস আমদানি-সংক্রান্ত কোনো জটিলতা থাকলে তা সমাধান করেন এবং অপারেটরের মাধ্যমে অটোগ্যাসের চাহিদা অনুযায়ী সরবাহ নিশ্চিত করে; ভবিষ্যতে যাতে এলপি গ্যাসের সরবরাহ ব্যাঘাত না হয়, সে ব্যাপারে যাবতীয় পদক্ষেপ নেয়। প্রয়োজনে সরকার যেন বিকল্প হিসেবে এলপি গ্যাস আমদানির ব্যবস্থা করে।

এলপিজির সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার আহ্বান জামায়াতের

এদিকে গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে এলপিজির পর্যাপ্ত মজুত থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দেশের সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন থেকে জনস্বার্থবিরোধী যে কোনো কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে দলটি। দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার স্বাক্ষরিত ওই বিবৃতিতে বলা হয়, বর্তমানে দেশে এলপিজি গ্যাসের পর্যাপ্ত মজুত থাকা সত্ত্বেও একটি স্বার্থান্বেষী মহল পরিকল্পিতভাবে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সাধারণ জনগণকে দুর্ভোগে ফেলছে। এ ধরনের অমানবিক ও জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি বলেন, এলপিজির কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মূল্য বৃদ্ধি ও বাজার অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা দেশের অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের জীবনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অবিলম্বে এলপিজি বাজারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এবং যারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, মজুতদারি ও অসাধু ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান।

এলপিজি সংকটে অটোগ্যাস স্টেশন প্রায় বন্ধ
ব্যবহারের ১০ শতাংশ বরাদ্দের দাবি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে এলপিজি চালিত যানবাহনের ওপর। গাড়ির মালিক ও চালকরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে এলপিজি ব্যবহারের অন্তত ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ হাজার টন এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশনগুলোতে সরবরাহের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন ও কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে তারা জানান, গাড়ির মালিক ও চালকরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস সংগ্রহ করতে না পারায় অনেক যানবাহন এবং যাত্রীসেবাও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় এক লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহার হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, অর্থাৎ মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ, এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথচ এই পরিমাণ এলপিজি গ্যাস স্টেশনে সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো অটোগ্যাস খাত আজ বিপর্যয়ের মুখে। বিইআরসি কাছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন ও কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অনুরোধ জানায়, এ খাতে ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসে মোট এলপিজি ব্যবহারের অন্তত ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশনগুলোতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করা যায় কিনা। এই ন্যূনতম সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী এবং বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। অ্যাসোসিয়েশন জানায়, এই শিল্প ধ্বংস হলে প্রায় দেড় লাখ এলপিজি চালিত যানবাহনের মালিক চরম ভোগান্তিতে পড়বেন। বাধ্য হয়ে তারা এলপিজি কিট খুলে অন্য জ্বালানিতে ফিরে যাবেন, যা দেশের জ্বালানি ভারসাম্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। একইসঙ্গে এতে হাজার হাজার অটোগ্যাস স্টেশন মালিক ও কর্মচারী সরাসরি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন এবং বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বেন। তারা সরকারের কাছে যেসব দাবি জানান সেগুলো হচ্ছে, অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এলপিজি সরবরাহ বন্ধ বা সীমিতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া, এলপিজি সিলিন্ডার ও অটোগ্যাস স্টেশনের সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় ও পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, এলপিজি আমদানি বাড়াতে ইচ্ছুক কোম্পানিগুলোর আবেদন দ্রুত অনুমোদন দেওয়া, সরকার নির্ধারিত মূল্যের বাইরে অতিরিক্ত দামে এলপিজি বিক্রির সঙ্গে জড়িত অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মনিটরিং ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা, চলমান সংকটকালে এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন মালিকদের আর্থিক ক্ষতি বিবেচনায় বিশেষ সহায়তা ও নীতিগত সুরক্ষা দেওয়া।

দৈনিক
সারাবিশ্বের বাংলাভাষী মানুষের মুখপত্র
বাংলাদেশ সমাচার
THE DAILY BANGLADESH SHOMACHAR
রবিবার, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
২৭ পৌষ ১৪৩২ বাংলা • ২১ রজব ১৪৪৭ হিজরি • রেজি. ডিএ-৬৩৭১ • বর্ষ ১১ • সংখ্যা ৫০, www.bangladeshshomachar.com
পৃষ্ঠা ১২, দাম ১০ টাকা

নতুন ধারা
সফেন SOFEN

এলপিজি ব্যবহারের অন্তত ১০ শতাংশ অটোগ্যাস স্টেশনে সরবরাহের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে এলপিজি চালিত যানবাহনের ওপর। গাড়ির মালিক ও চালকরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে এলপিজি ব্যবহারের অন্তত ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ হাজার টন এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশনগুলোতে সরবরাহের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন ও কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।গতকাল শনিবারঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে তারা জানান, গাড়ির মালিক ও চালকরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস সংগ্রহ করতে না পারায় অনেক যানবাহন এবং যাত্রীসেবাও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ব্যবহার হয়। এর মধ্যে যানবাহন খাতে মাত্র ১৫ হাজার মেট্রিক টন, অর্থাৎ মোট ব্যবহারের প্রায় ১০ শতাংশ, এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথচ এই পরিমাণ এলপিজি গ্যাস স্টেশনে সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় পুরো অটোগ্যাস খাত আজ বিপর্যয়ের মুখে।বিইআরসি কাছে বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন ও কনভার্শন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অনুরোধ জানায়, এ খাতে ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসে মোট এলপিজি ব্যবহারের অন্তত ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১৫ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশনগুলোতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করা যায় কিনা। এই ন্যূনতম সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী এবং বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।অ্যাসোসিয়েশন জানায়, এই শিল্প ধ্বংস হলে প্রায় দেড় লাখ এলপিজি চালিত ▸▸ এরপর পৃষ্ঠা ২

এলপিজি ব্যবহারের অন্তত ১০ শতাংশ

প্রথম পাতার পর

যানবাহনের মালিক চরম ভোগান্তিতে পড়বেন। বাধ্য হয়ে তারা এলপিজি কিট খুলে অন্য জ্বালানিতে ফিরে যাবেন, যা দেশের জ্বালানি ভারসাম্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। একইসঙ্গে এতে হাজার হাজার অটোগ্যাস স্টেশন মালিক ও কর্মচারী সরাসরি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন এবং বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বেন। তারা সরকারের কাছে যেসব দাবি জানান সেগুলো হচ্ছে, অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এলপিজি সরবরাহ বন্ধ বা সীমিতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া, এলপিজি সিলিন্ডার ও অটোগ্যাস স্টেশনের সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় ও পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, এলপিজি আমদানি বাড়াতে ইচ্ছুক কোম্পানিগুলোর আবেদন দ্রুত অনুমোদন দেওয়া, সরকার নির্ধারিত মূল্যের বাইরে অতিরিক্ত দামে এলপিজি বিক্রির সঙ্গে জড়িত অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মনিটরিং ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা, চলমান সংকটকালে এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন মালিকদের আর্থিক ক্ষতি বিবেচনায় বিশেষ সহায়তা ও নীতিগত সুরক্ষা দেওয়া।

দৈনিক
খবর সংযোগ
সত্যের সঙ্গে
khoborsangjog.com

ক্ষতিগ্রস্ত ভালভ প্রতিস্থাপনে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মিরপুর রোডের ক্ষতিগ্রস্ত গ্যাসের ভালভটি মেরামত করে নতুন ভালভ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, এতে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হয়েছে। গতকাল শনিবার এক বার্তায় এ তথ্য জানায় তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ। এতে জানানো হয়, মিরপুর রোডে গণভবনের সম্মুখে ক্ষতিগ্রস্ত ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ভালভটি নতুন ভাল্ভ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করা হয়েছে। তবে নেটওয়ার্কে গ্যাসের চাপ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।

এর আগে মিরপুর রোডে গণভবনের সম্মুখে ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ভালভ ফেটে সৃষ্ট লিকেজ মেরামতের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্কের বেশ কয়েকটি ভালভ বন্ধ করে চাপ সীমিত করায় ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, শ্যামলী, নিউমার্কেট, হাজারীবাগ, গাবতলীসহ সংলগ্ন এলাকায় গ্যাসের মারাত্মক স্বল্পচাপ ছিল।

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ ঢাকায় গ্যাসের মারাত্মক স্বল্পচাপ থাকার কথা জানায়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মালবাহী ট্রলারের নোঙরের আঘাতে আমিনবাজারে তুরাগ নদের তলদেশে ক্ষতিগ্রস্ত বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন মেরামত করা হয়েছে। তবে মেরামতকালে পাইপে পানি প্রবেশ করে। এছাড়া ঢাকা শহরে গ্যাসের সরবরাহ কম রয়েছে। এ কারণে ঢাকা মহানগরীতে গ্যাসের মারাত্মক স্বল্পচাপ বিরাজ করছে। কোন কোন এলাকায় নিভু নিভু আগুন জ্বললেও তাতে রান্না করা যাচ্ছে না। ফলে রাজধানীবাসীর একটি অংশ ইলেকট্রিক চুলা, রাইস কুকার, ইলেকট্রিক কেটলিতে কাজ সারছেন। অনেকে বাইরে থেকে খাবার কিনে খাচ্ছেন।

এলপিজি-সংকটে বন্ধ হচ্ছে অটোগ্যাস স্টেশন

সংবাদ সম্মেলনে মালিক সমিতি

এদিকে, তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) চলমান সংকটে ভুগছে গাড়িতে এলপিজি সরবরাহকারী গ্যাসস্টেশনগুলো। তারা বলছে, ১ হাজার অটোগ্যাস স্টেশন থেকে গাড়িতে এলপিজি সরবরাহ করা হয়। মাসে তাদের চাহিদা ১৫ হাজার টন। নিয়মিত এলপিজি পাচ্ছে না

◆ এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ২

ক্ষতিগ্রস্ত ভালভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারা। এতে অনেক স্টেশনের ব্যবসা বন্ধ হওয়ার পথে।

গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানায় বাংলাদেশ এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। 'এলপিজি–সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পরিবহন খাতে' শিরোনামে লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয় এতে।

সংগঠনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি মো. সিরাজুল মাওলা। এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. হাসিন পারভেজ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দেশের চলমান এলপিজি–সংকট এখন আর শুধু একটি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক সমস্যা নয়। এটি সরাসরি সারাদেশের পরিবহনব্যবস্থা, ভোক্তাস্বার্থ, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বর্তমানে এলপিজি অটোগ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দেশের প্রায় সব এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেড় লাখের বেশি এলপিজিচালিত যানবাহনের ওপর। গাড়ির মালিক ও চালকরা জ্বালানি না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে ঘুরেও গ্যাস পাচ্ছেন না।

সংগঠনটি বলছে, প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টন এলপিজি ব্যবহৃত হয় দেশে। এর মধ্যে যানবাহন খাতে মাত্র ১০ শতাংশ এলপিজি অটোগ্যাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি সরবরাহ করা হচ্ছে না। প্রতি মাসে এ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে অনুরোধ করে তারা। এ সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী এবং বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গড়ে ওঠা এলপিজি অটোগ্যাস শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তারা।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন মালিকরা চরম ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে রয়েছেন। দীর্ঘদিন স্টেশন বন্ধ থাকায় কর্মচারীদের বেতন, ব্যাংকঋণের কিস্তি এবং দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় বহন করা তাদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সংকট সমাধানে তারা সরকারের কাছে ৬টি দাবি তুলে ধরেন। এর মধ্যে আছে অবিলম্বে এলপিজি আমদানি স্বাভাবিক ও পর্যাপ্ত করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ।

রোববার
১১ জানুয়ারি ২০২৬ | ২৭ পৌষ ১৪৩২
২১ রজব ১৪৪৭
পৃষ্ঠা ১৬ | মূল্য ১০ টাকা
www.ajkerpatrika.com

আজকের পত্রিকা

নগর সংস্করণ

সংকট কাটছে না শিগগির

ফয়সাল আতিক, ঢাকা

দেশে এলপি গ্যাসের তীব্র সংকট শিগগির অবসানের কোনো আভাস নেই। জ্বালানি মন্ত্রণালয় পর্যাপ্ত মজুতের কথা বললেও এলপি গ্যাস আমদানিকারকেরা বলছেন ভিন্ন কথা। তাঁরা বলছেন, সরবরাহ সংকটই এই অবস্থার কারণ।

এলপিজি সংকটের মধ্যে পাইপলাইনে গ্যাসের সরবরাহ কমে যাওয়ায় মানুষের ভোগান্তি আরও বেড়েছে। সুযোগ বুঝে বেড়েছে বৈদ্যুতিক চুলা ও রাইস কুকারের দাম। এলপিজি সরবরাহে সংকটের চাপ পড়েছে পরিবহন খাতেও।

এদিকে এলপি গ্যাসের সরবরাহ ঠিক করতে সরকার কোম্পানিগুলোর আমদানির কোটা বাড়ানোসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এলসি (ঋণপত্র) খোলার পর এলপি গ্যাস দেশে আসতে কমপক্ষে ১৯ থেকে ৪৩ দিন লাগবে।

এলপিজি

» পাইপলাইনে গ্যাসের ঘাটতি, এলপিজি সিলিন্ডার মিলছে না।

» মন্ত্রণালয় বলছে মজুত পর্যাপ্ত, ভিন্নমত আমদানিকারকদের।

» এলসির পর গ্যাস দেশে আসতে লাগবে ১৯ থেকে ৪৩ দিন।

এলপি গ্যাস সংকটের সমাধান কবে নাগাদ হতে পারে, জানতে চাইলে অন্তর্বর্তী সরকারের জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান গতকাল শনিবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'এলপিজির ৯৮ শতাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে। সরকারের কাছে মাত্র ২ শতাংশ। সংকটের কারণগুলো আমরা কয়েক দিন ধরে ব্যাখ্যা করছি। তারা ধর্মঘট করেছিল। এখন প্রত্যাহার করেছে। আশা করি ঠিক হয়ে যাবে।'

এলপিজির সরবরাহ সংকটের কারণে এক মাস ধরে ভোগান্তিতে পড়েছেন গ্রাহকেরা। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে এলপিজির সিলিন্ডার। কোথাও কোথাও বাড়তি দামেও পাওয়া যাচ্ছে না। দেশে শীতকালে এলপি গ্যাসের চাহিদা প্রায় ১ লাখ ৪০ হাজার টন। গত ডিসেম্বরে সব মিলিয়ে আমদানি হয়েছে ১ লাখ ২৭ হাজার টন। এরপরও সংকট কমেনি। পাড়ামহল্লার বেশির ভাগ এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের দোকান বন্ধ রয়েছে।

ভোক্তা ও এলপি গ্যাস খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে বাজারে এলপি গ্যাসের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়। দিনে দিনে এ সংকট তীব্র হয়। এর সুযোগ লুফে নেন অসাধু ব্যবসায়ীরা।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সংকট কাটছে না শিগগির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়াতে থাকেন দাম। তবে এ সংকট নিরসনে শুরুতে কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। জ্বালানি মন্ত্রণালয় দেশে পর্যাপ্ত এলপি গ্যাসের মজুত থাকার দাবি করলেও ব্যবসায়ী ও সরবরাহকারীরা এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। ৪ জানুয়ারি এলপিজির বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল মন্ত্রণালয়। তবে এক সপ্তাহ পরও জোরালো কোনো ব্যবস্থা দেখা যায়নি।

সংকটে গ্রাহকদের ভোগান্তি এখন চরমে পৌঁছেছে। মগবাজারের বাসিন্দা রতন মল্লিক বলেন, আগে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সকালে কিছুক্ষণের জন্য পাইপলাইনে গ্যাস পাওয়া যেত। কিন্তু এক সপ্তাহ ধরে বাসায় লাইনের গ্যাস নেই বললেই চলে। বাধ্য হয়ে পাশের এলাকায় এক আত্মীয়ের বাসা থেকে রান্না করে আনছেন। বাজারে প্রতিটি ইলেকট্রিক চুলা, রাইস কুকারের দাম ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা বেড়ে গেছে।

মানিকনী বাজারের সবজি বিক্রেতা শফিকুল আলম বলেন, গ্যাস সংকটের কারণে মানুষ রান্না কমিয়ে দেওয়ায় কয়েক দিন ধরে সবজি বিক্রিও খুব কম হচ্ছে।

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা শফিকুল আলম গতকাল নিজের ফেসবুকে লিখেছেন, 'গ্যাস সংকট। বাসার ছাদবাগানের এক কোণে রান্নার কাজ চলছে লাকড়ি দিয়ে ইটের চুলায়।' ছাদে রান্না করার চারটি ছবিও দিয়েছেন তিনি।

একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা শ্যামল সরকার বলেন, গ্যাসের সংকট কৃত্রিম। কারণ দ্বিগুণ দাম দিলে প্রতিটি দোকানেই গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে।

ময়মনসিংহ শহরের চরপাড়ার বাসিন্দা মারুফ হাসান ইমন বলেন,

সৃষ্টি করেছেন। যদিও বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধি এবং জাহাজ সংকট ও কিছু কিছু কার্গোর (জাহাজ) ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় আমদানি পর্যায়েও কিছু সংকটের উদ্ভব হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, গত নভেম্বরে এলপিজির আমদানির পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৫ হাজার টন। ডিসেম্বরে বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ২৭ হাজার টন। তবে সরকারি এই হিসাবের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন এলপিজি আমদানির সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যবসায়ী।

দেশে ২৮টি এলপিজি কোম্পানির মধ্যে ২৩টির আমদানির অনুমোদন রয়েছে। কোম্পানিগুলোর আমদানির ঊর্ধ্বসীমা রয়েছে। সূত্র বলেছে, কয়েকটি কোম্পানি দীর্ঘদিন ধরে আমদানি সীমা বাড়ানোর দাবি জানালেও অনুমোদন পাচ্ছিল না। তবে গত বৃহস্পতিবার জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি ও এলপিজিকে গ্রিন পণ্য হিসেবে বিবেচনাসহ বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংকটের কারণ জানতে চাইলে ওমেরা এলপিজির পরিচালক আজম জে. চৌধুরী বলেন, সরবরাহ সংকটই এর অন্যতম কারণ হতে পারে। প্রকৃত অর্থে সংকট না থাকলে এভাবে দাম বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা কিংবা বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা কঠিন। কারণ বাজারে এক ডজনের বেশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এলপিজি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তিনি বলেন, তাঁর ধারণা সাম্প্রতিক সময়ে কিছু এলসি পণ্য দেশে আসেনি। সরবরাহ কমে গেলে নানা ধরনের অসাধু ব্যবসা শুরু হয়। এ খাতে সরকারের ব্যবস্থাপনাটাও বেশ দুর্বল, বলতে হবে। না হলে এত লম্বা সময় সংকট থাকে কী করে? সংকটের সুযোগে কিছু অসাধু

ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে ১২ কেজি ওজনের একটি সিলিন্ডার ১ হাজার ৮০০ টাকায় পাওয়া গেছে। যদিও সরকারনির্ধারিত মূল্য ছিল ১ হাজার ২৫৩ টাকা। জানুয়ারির শুরুতে শহরের কোথাও এলপিজি সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে বৈদ্যুতিক চুলায় রান্না করতে হচ্ছে।

পরিবহন খাতেও সংকট

এলপিজির কারণে পরিবহন খাতও সংকটে পড়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ এলপিজি অটো গ্যাস স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. সিরাজুল মাওলা। গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, দেশে প্রায় এক হাজার এলপিজি অটো গ্যাস স্টেশন রয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে প্রায় দেড় লাখ যানবাহন এলপিজিতে রূপান্তর করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তীব্র এলপিজি সংকটের কারণে প্রায় সব অটো গ্যাস স্টেশন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এতে স্টেশন মালিকদের পাশাপাশি এলপিজিচালিত যানবাহনের মালিক ও চালকেরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এলপিজিতে চলা যানগুলোর বেশির ভাগ এখন জ্বালানি তেলে চলছে। যানবাহনে মাসে এলপিজির চাহিদা ১৫ হাজার টন।

সরবরাহ সংকটকে কারণ বলছে কোম্পানিগুলো

জ্বালানি মন্ত্রণালয় বলেছে, দেশে এলপিজির পর্যাপ্ত মজুত আছে। স্থানীয় খুচরা বিক্রেতারা বাজারে কৃত্রিম সংকট

ব্যবসায়ী লাভবান হচ্ছেন।

এলপিজি অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলওএবি) সভাপতি ও ডেলটা এলপিজি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আমিরুল হক বলেন, 'সাপ্লাই চেইন বাধাগ্রস্ত হয়েছে বলেই এমনটি হয়েছে। এটি তো স্বীকার করতেই হবে। আমরা সরকারকে বিষয়টি অবগত করেছিলাম। সরকার যদি বলে সরবরাহে সংকট নেই, তাহলে সেখানে আমাদের কিছু বলার নেই। তবে বাস্তব চিত্র সবার জানা, আমি কিছু বলতে চাই না।'

সংকট যে শিগগির কাটছে না তার আভাস পাওয়া গেল আমিরুল হকের কথায়। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার সরকার অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। পাঁচটি কোম্পানির আমদানি কোটা বাড়িয়েছে। এলপিজিকে গ্রিন পণ্য হিসেবে বিবেচনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে চিঠি দিয়েছে। আগামীকাল সোমবার থেকে সবাই চেষ্টা করবে নতুন করে আমদানি করার। তিনি বলেন, এলসি চালু হওয়ার পর পণ্য যদি জাহাজে লোড হয় তারপর দেশে আসতে ৩৪ থেকে ৪৩ দিন লাগবে (আর্জেন্টিনা ও ইউএসএর ক্ষেত্রে)। সৌদি আরব কিংবা কাতার থেকে আনা হলে ১৯ দিন লাগবে।

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, দেশে এলপি গ্যাসের পর্যাপ্ত মজুত থাকা সত্ত্বেও একটি স্বার্থান্বেষী মহল পরিকল্পিতভাবে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সাধারণ জনগণকে দুর্ভোগে ফেলেছে। এ ধরনের অমানবিক ও জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

NEW AGE Business

B1

SUNDAY, JANUARY 11, 2026, PAUSH 27, 1432 BS

LPG shortage force autogas stations to shut: association

Staff Correspondent

THE ongoing shortage of liquefied petroleum gas has pushed the country's transport sector into a severe crisis, forcing nearly all autogas stations across the country to shut down, said the leaders of the Bangladesh LPG Autogas Station and Conversion Workshop Owners Association.

At a press conference on Saturday held at the capital's Dhaka Reporters Unity auditorium, they also said that the shutdown of the autogas station has been disrupting vehicle movement and causing widespread hardship for commuters.

Mohammad Serajul Mawla, president of the association, said that the LPG autogas is widely promoted as an environmentally friendly, affordable, and readily available alternative to CNG, petrol, octane, and diesel.

'Encouraged by government policies, we have converted around 150,000 vehicles into LPG-powered and set up nearly 1,000 LPG autogas stations across all 64 districts to support the transition,' he added.

Continued on B2 Col. 1

People testing and buying electric stoves in Baitul Mukarram due to the acute gas crisis in Dhaka — New Age Photo

LPG shortage force autogas stations

Continued from B1

However, the acute supply disruption had forced almost all LPG autogas stations across the country to shut down operations, despite the sector accounting for only a small share of total LPG consumption.

Meanwhile, a severe LPG supply crunch has hit the domestic market over the past several weeks, with widely used 12-kilogram cylinders becoming scarce across major cities.

The shortage has pushed the retail price of a 12-kilogram cylinder up by nearly Tk 1,000, with cylinders selling for around Tk 2,200-2,500, while the government-set price for January 2025 stood at Tk 1,306.

'The current supply crisis has left station owners, vehicle owners, and drivers in distress as drivers were spending hours roaming for gas, leading to disruptions in public transport services and severe inconvenience to passengers,' said Mawla.

According to the association, Bangladesh consumes an average of about 140,000 metric tonnes of LPG per month, of which the transport sector accounts for around 15,000 metric tonnes, or roughly 10 per cent.

Failure to ensure supply even for this small portion has put the entire LPG autogas industry on the brink of collapse,' Mawla said.

He urged the LPG supply companies and operators to ensure an uninterrupted supply to autogas stations in line with demand.

He also urged the Bangladesh Energy Regulatory Commission and other relevant government authorities to resolve any complications related to LPG imports and to ensure adequate distribution through operators.

Leaders of the association demanded adequate measures to prevent future supply disruptions, including, if necessary, alternative import arrangements.

They warned that unless the LPG crisis is addressed urgently, its impact would extend beyond the transport sector, posing serious risks to energy security, environmental protection, and overall economic stability.

Senior leaders of the association and zonal representatives from across the country were also present at the press conference.